দৈনিক বাংলা

তারিখ 12 SEP 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

00028

দৈনিক বাংলা
ঢাকা, শুক্রবার, ২৮শে ভাদ্র, ১৩৯৩ : ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬

শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বুধবার জাতীয় ছাত্রসমাজের মহাসম্মেলনে 'ক্যাম্পাস রণক্ষেত্র হতে পারে না, কলম বন্দুক নয়, পেন্সিল ড্যাগার নয় আর সন্ত্রাসবাদ সিলেবাস নয়' বলে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তার সাথে দ্বিমত পোষণের কোন অবকাশ নেই।

দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতাউত্তরকালে আমাদের শিক্ষাঙ্গনগুলো বার বার রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায়ই হানাহানি ও গোলযোগ ঘটে থাকে। বোমাবাজি আর গোলাগুলি মাঝে-মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শান্তিভঙ্গ করে। ঐ এলাকার বাসিন্দাদের মনে ত্রাস সঞ্চার করে এবং নিরীহ ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-কর্মচারীদের জীবন বিপন্ন করে তোলে। স্বভাবতই এই অবস্থা অধ্যয়নের অনুকূল নয়।

এসবের পরিণাম স্বভাবতই সুখের হয়নি। শিক্ষাঙ্গনকে রণাঙ্গনে পরিণত করে সেখানকার পবিত্রতা বিনষ্ট করার ও বার বার শান্তিভঙ্গ করার পরিণামে এ গোটা শিক্ষাক্ষেত্রেই আমরা পিছিয়ে গেছি। বিশেষ করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষা কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বার বার পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে এবং এমন এক সেশনজট সৃষ্টি হয়েছে যার সমাধান দুরূহ। শিক্ষা মওসুম অন্ততপক্ষে দু'বছর পিছিয়ে গেছে। এর ফলে অভিভাবকদের ব্যয়ও বাড়ছে। এবং অধিকাংশ অভিভাবক দরিদ্র বলে তাদের অর্থনৈতিক দুর্দশাও বাড়ছে। তাছাড়া তাদের সন্তানদের মঙ্গলামঙ্গল সম্পর্কেও সর্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকতে হচ্ছে। এই অবস্থা কারোরই কাম্য হতে পারে না। আমাদের শিক্ষার অগ্রগতির স্বার্থে তথা জাতীয় স্বার্থে শিক্ষাঙ্গনকে কলুষমুক্ত করতে হবে।

এ দায়িত্ব সরকারের এবং সেই সঙ্গে সকল দেশবাসীর। এ দায়িত্ব বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এবং সমাজসেবীদের। শিক্ষাঙ্গনে যে কলুষতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে তার অবসানের জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে অকপটচিত্তে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে শিক্ষাঙ্গনকে সর্বপ্রকার বিশৃংখলামুক্ত করতে হবে। বন্দুক, ড্যাগার আর সন্ত্রাসের আওতা থেকে শিক্ষাঙ্গনকে বের করে আনতে হবে এবং সেখানে নতুন করে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করতে হবে কলম, পেন্সিল আর সিলেবাসের যুগ। সকল ছাত্রকে অধ্যয়নে ব্রতী ও জ্ঞানচর্চার প্রতি যথার্থ আগ্রহী করে তুলতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে আজ যারা শিক্ষাঙ্গনে অধ্যয়ন করছে একদিন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব তাদের উপরই বর্তাবে এবং সেইভাবেই তাদের গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে শিক্ষাঙ্গনে। এই দায়িত্ব পালনে জাতি ব্যর্থ হলে দেশের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি ব্যাহত হবে, জনগণের কল্যাণও হয়ে পড়বে অনিশ্চিত।